ট্রান্সজেন্ডার : রংধনু সন্ত্রাস

যৌন বিকৃতির কালো অধ্যায়

মূল

ড. ইয়াদ কুনাইবী

মুসলিম স্কেপটিক টিম

অনুবাদ

ইরফান সাদিক

পেনফিল্ড
পাবলিকেশন

শুরুর আগে

সূচিপত্রে যাওয়ার আগে প্রথমেই আমরা পরিচিত হবো প্রাসঙ্গিক কিছু পরিভাষার সাথে।[১] সবগুলো পরিভাষা যদিও আমাদের এ-বইয়ে ব্যবহৃত হয়নি, তবে বিভিন্ন অংশে আলোচনা প্রসঙ্গে এর বেশ কিছুর ব্যবহার চোখে পড়বে। আমাদের আলোচনা বুঝতে সহায়ক হওয়ার পাশাপাশি এ-পরিভাষাগুলো রংধনু সন্ত্রাস-সংশ্লিষ্ট যে-কোনো নিবন্ধ বা বই-পুস্তক পড়তে গেলেও বোঝার ক্ষেত্রে উপকারে আসবে।

এইস (Ace) : নিজেকে অ্যাসেক্সুয়াল বা যৌনতাহীন বলে পরিচয় দেওয়া ব্যক্তি।

অ্যাগ/আক্রমনাত্মক (Ag / Aggressive) : বিভিন্ন বর্ণের সম্প্রদায়ের মধ্যে উৎপত্তি লাভ করা একটি পরিভাষা এটি। পুরুষালি কোনো লেসবিয়ানকে বোঝাতে এটি ব্যবহার করা হয়। তারা ‘স্টাড (stud)’ নামেও পরিচিত।

অ্যাজেন্ডার (Agender) : যে ব্যক্তি দাবি করে, তার কোনো জেন্ডার নেই।

---

১. এই পরিভাষাগুলোর সংজ্ঞা আমরা সংগ্রহ করেছি ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়ার ওয়েবসাইট থেকে। এগুলো মূলত ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়ার এলজিবিটি রিসোর্স সেন্টারের ‘এলি আর গ্রিন ও এরিকা পিটারসন’ কর্তৃক সংকলিত—যা ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া, বার্কলে; জর্জ ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি; ক্যালিফোর্নিয়া স্টেট ইউনিভার্সিটি, সান মার্কো; ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া, সান দিয়েগো; বোলিং গ্রিন স্টেট ইউনিভার্সিটি-সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সংস্থানগুলি ব্যবহার করে সংশোধন করা হয়েছে বিভিন্ন সময়ে। ‘Consortium of Higher Education LGBT Resource Professionals’ কর্তৃক সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে ২০১৫ সালের অগাস্টে। – সম্পাদক

সূচিপত্র

জেন্ডারের রাজনীতি ১৫

- মিথ্যের বসত ১৫
- আমি ভুল হতেই পারি না! ৩১
- জেন্ডার যখন ধর্ম ৩৮
- চেতনানাশক ৪২

উপমহাদেশে ট্রান্সজেন্ডার ৫৪

- তৃতীয় লিঙ্গ বনাম ট্রান্সজেন্ডার................................ ৫৬
- হিন্দু বনাম মুসলিম হিজড়া.......................................৫৮
- হিজড়া জীবনাচার ৫৯
- যৌনসম্পর্ক...৬০
- জেন্ডার রাজনীতি ও উপনিবেশবাদ................................৬১
- ইসলামের ইতিহাসে নপুংসক : ট্রান্সজেন্ডার জীবনধারার জন্য মিথ্যা যুক্তি..............................৬৩
- খোজাকরণের প্রকারভেদ [অন্ডকোষ, লিঙ্গ বা উভয়ই] ৬৫
- পঞ্চদশ শতাব্দীতে কায়রোতে মামলুক শাসনের প্রেক্ষাপট ৬৬

◈ সবশেষে কী বোঝা যায়? ৬৬
◈ কেইস-স্টাডি : পাকিস্তান.. ৬৭
◈ ট্রান্সজেন্ডার বনাম হিজড়া ৭০
◈ পশ্চিমারা কি ট্রান্সজেন্ডার মতাদর্শের জন্য মুসলিমদেরকে হত্যা করবে? ৭৭

কামনার সাধনা : আধুনিক সাংস্কৃতিক যুদ্ধের বিকৃতি ৮০
◈ গ্রহণযোগ্যতার রূপান্তর.. ৮১
◈ কেন এটা এত বিপদজনক?.. ৮৪
◈ ঘুমিয়ে থাকলে জেগে উঠুন! ৮৭

সহজাত প্রকৃতি ও শিশুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ৮৯
◈ শয়তান নিজেই যেখানে সর্বাধিনায়ক ৮৯
◈ শিশু-ধর্ষক যখন শিশু অধিকারের আইনপ্রণেতা ১০৯
◈ সহজাত প্রকৃতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ.. ১২৪
◈ এক অস্বস্তিকর ভবিষ্যতের অপেক্ষায়... ....১৫০

জেন্ডারের রাজনীতি

মিথ্যের বসত

১৯৬৭ সালে দু'জন নিষ্পাপ যমজ বাচ্চার সাথে কী হয়েছিল তা কি জানেন? সে-ঘটনাকে কেন্দ্র করে 'জেন্ডার'-এর ধারণা প্রচার করা হচ্ছে। আমাদের শিশু ও শিক্ষার্থীসহ সবাইকে গ্রহণ করতে বাধ্য করা হয়েছে। অপরাহ উইনফ্রে[২] (Oprah Winfrey) বলেছেন, 'যমজ বাচ্চাদের নিয়ে হওয়া এ-স্টাডিকে বিজ্ঞানের অন্যতম বিজয় বলে প্রচার করা হলেও এটি ছিল চরম ব্যর্থতা'।

সংশ্লিষ্ট সবার জীবনকে এ-স্টাডি ধ্বংস করে দিয়েছিল। এখনও তা ইসলামী বিশ্বসহ পৃথিবীর যাবতীয় মানবসমাজ ধ্বংসে ব্যবহার হচ্ছে। আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলোও তাদের 'নারীদের বিরুদ্ধে সহিংসতা ও বৈষম্যবিরোধিতা'র স্লোগান বদলে বানিয়েছে 'জেন্ডারকেন্দ্রিক সহিংসতা ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াই'। কারা এসব স্লোগান ঠিক করে দিচ্ছে? তাদের লক্ষ্য কী?

১৯৬৫ সালে কানাডার নাগরিক জ্যানেট রেইমার দুটো সুন্দর যমজ সন্তানের

২. 'অপরাহ উইনফ্রে'—একজন আফ্রো-আমেরিকান নারী; প্রভাবশালী সাংবাদিক, উপস্থাপক ও মিডিয়া এজেন্সির মালিক। যিনি ১৯৮৬ থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত ২৫ বছর ধরে চলা তার 'দ্য অপরাহ উইনফ্রে শো' নামের টেলিভিশন টক শো'র জন্য বিখ্যাত। অপরাহ একইসাথে উপস্থাপক ও শো'র প্রযোজক। রাষ্ট্রপ্রধান থেকে শুরু করে সকল সেক্টরের ইনফ্লুয়েনশিয়াল ও সেলিব্রিটি ব্যক্তিদের ইন্টারভিউয়ের জন্য তার শো খ্যাতি লাভ করে। বিংশ শতাব্দীর সবচে' ধনী আফ্রো-আমেরিকান ব্যক্তিত্ব; একমাত্র কৃষ্ণাঙ্গ বিলিয়নিয়ার। ২০০৭ সালে তাকে 'মোস্ট ইনফ্লুয়েনশিয়াল ওম্যান ইন দ্য ওয়ার্ল্ড' খেতাব দেওয়া হয়। বর্তমানে "অপরাহ'স বুক ক্লাব" নামে একটি শো পরিচালনা করেন তিনি। –সম্পাদক

উপমহাদেশে ট্রান্সজেন্ডার

লিঙ্গ পরিবর্তন করা এবং বিপরীত লিঙ্গের মতো আচরণ করা এখন কেবল গ্রহণযোগ্যই নয়; বরং আলিঙ্গন ও উদ্‌যাপন করার মতো কিছু একটা হিসেবে সমাজে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এই আদর্শের অনুসারীরা তাদের সাথে বিশ্বের অন্য সকল নৃগোষ্ঠী ও সংস্কৃতির উদ্‌যাপনের মধ্যে সরাসরি সম্পর্ক স্থাপন করে। অর্থাৎ, তাদের দাবি হলো, ট্রান্সজেন্ডার নারীকে সত্যিকার নারী হিসেবে না দেখলে সেটা বর্ণবাদ। যদিও-বা তার মধ্যে নারীর কিছুই নেই।

যেটাকে একসময় বলা হতো 'জেন্ডার আইডেন্টিটি ডিসঅর্ডার' সেটাকে এখন বলা হচ্ছে 'জেন্ডার ডিসফোরিয়া' (Gender Dysphoria) এবং 'জেন্ডার ইনকনগ্রুয়েন্স' (Gender Incongruence)। বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থা এখন আর একে মানসিক স্বাস্থ্যের সমস্যা হিসেবেও দেখে না।[৪৬] এখন তারা একে বলে, "যৌনস্বাস্থ্যজনিত সমস্যা"। অর্থাৎ এটাকে একটা মানসিক সমস্যা হিসেবে দেখা হবে না, যেখানে রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে তার সত্যিকার লিঙ্গ মেনে নিতে কাউন্সিলিং করা হয়। এখন সেই ব্যক্তিকে ইচ্ছামতো জেন্ডার গ্রহণ করার স্বাধীনতা দেওয়া হবে। "জেন্ডার অ্যাফার্মেশন" (gender affirmation) স্বাস্থ্যসেবার মাধ্যমে তাকে সে-জেন্ডারের ব্যাপারেই নিশ্চয়তা দিতে হবে।

আমরা পাশ্চাত্য ও সেক্যুলার ধারণার একটি উৎপাদন হিসাবে ট্রান্সজেন্ডার

---

৪৬. Hoard, K. (2019, May 30). World Health Organization eliminates gender dysphoria as a mental disorder. Nationalpost. https://nationalpost.com/news/world-health-organization-gender-identity-disorder

জীবনধারার গ্রহণযোগ্যতা বোঝার চেষ্টা করব (শুধুমাত্র একজনের লিঙ্গ সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর চিন্তাভাবনা নয়)। এটি অবশ্যই একটি বৈধ ও যুক্তিসঙ্গত বোঝাপড়া।

আমরা প্রাচীন হিন্দুধর্মে এই জীবনধারার গ্রহণযোগ্যতার কিছু উদাহরণ খুঁজে পাই। হিন্দুধর্ম মনে করে, জেন্ডার ৩টি। তৃতীয় জেন্ডার হলো এমন কেউ, যে পুরুষও না, নারীও না। এ-ধরনের বর্ণনা সবচেয়ে পুরোনো কিছু হিন্দু ধর্মগ্রন্থে আছে। হিজড়া বলতে সেখানে বোঝানো হতো সেসব পুরুষ, যারা নারীর পোশাক পরে এবং নারীর মতো আচরণ করে। তৃতীয় লিঙ্গের ধারণাটিকে এমন একটি ব্যাপার হিসেবে বিবেচনা করা হয়, যা গর্ভধারণের সময় শুরু হয়। ব্যাপারটা বোঝার জন্য আসুন প্রাচীন হিন্দু বই *'সুশ্রুত সংহিতা'* থেকে একটা উদাহরণ দেখে আসি।

- "লিঙ্গহীন একটি শিশু... যখন ডিম্বাণু ও শুক্রাণু সমান হয় (তাদের গুণমান ও পরিমাণে)"।[৪৭]
- "একজন...(গর্ভবতী মহিলা) যার পাশ উঁচু হয়ে গেছে এবং যার পেটের অগ্রভাগ ফুটে উঠেছে, সে একটি লিঙ্গহীন সন্তানের জন্ম দেবে..."।[৪৮]

এছাড়াও প্রাচীন হিন্দু মহাকাব্য, রামায়ণ ও মহাভারতের সংস্করণ রয়েছে, যেখানে হিজড়া ও নপুংসকদের উদাহরণ আছে।[৪৯]

অস্পষ্ট লিঙ্গ-পরিচয় হিন্দুধর্মে নতুন নয়। একে সংশোধন করা উচিত বলেও তারা মনে করে না। হিজড়াদের যৌন আচরণের জন্য শাস্তি হতে পারে; কিন্তু তা স্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ নয়। প্রাচীন হিন্দু আইনী পাঠ্য মনুস্মৃতিতে যে-ধরনের

---

৪৭. Bhishagratna, Kaviraj Kunja Lal, An English translation of the Sushruta Samhita, Volume II, Calcutta: Published by Author, 1911, p.135.https://archive.org/details/englishtranslati00susruoft/page/134/mode/2up?q=third+sex

৪৮. Ibid., p.142

৪৯. See also: Doniger, Wendy, On Hinduism, Oxford: Oxford University Press, 2014, pp. 355-6

খোজাকরণের প্রকারভেদ [অন্ডকোষ, লিঙ্গ বা উভয়ই]

এটি তাদের সামাজিক অবস্থানের ওপর কী প্রভাব ফেলে এবং পরবর্তীকালে এ-ধরনের লোকেরা গাইরে মাহরামকে দেখতে পারবে কি না, তা নিয়ে উলামাদের মধ্যে আলোচনা আছে। যেমন, আলোচনা করেছেন অষ্টম শতাব্দীর শাফিয়ী আলিম তাজুদ্দীন আস-সুবকী রহিমাহুল্লাহ। তারা নপুংসক নিয়ে আলোচনা করেছেন মানে এই না যে, তারা খোজাকরণকে বৈধ বলেছেন। এ-আলোচনাটি দেখা যাক—

"নপুংসকরা হার্মাফ্রোডাইটদের মতো জন্মগত না। তাদেরকে খোজা করা হয়। খোজাকরণের এ-কাজ শরীয়াতে আগেও নিষিদ্ধ ছিল, এখনও নিষিদ্ধ। অন্তত তাত্ত্বিকভাবে ক্রীতদাস ব্যবসায়ীরা যুবক ছেলেদেরকে আমদানি করার আগে ইসলামী রাজ্যের সীমানায় খোজাকরণ করতো। এই ব্যাপারটা উলামায়ে কেরাম ভালোভাবে নিতেন না।

সুবকী রহিমাহুল্লাহ যে-বাক্য দিয়ে তার আলোচনা শেষ করেছেন, তা হানাফী ফিকহের কিতাবে পাওয়া যায়। ইমাম আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, "নপুংসকদেরকে কাজে নেওয়া হারাম না, তবে মাকরুহ। কারণ, নপুংসকদেরকে কাজে লাগানো হলো খোজাকরণকে উৎসাহিত করা। অথচ খোজাকরণ নিষিদ্ধ"।[৭২]

পঞ্চদশ শতাব্দীতে কায়রোতে মামলুক শাসনের প্রেক্ষাপট

"যে-কোনো ধনী বাড়ির মতো সুলতানের পরিবারে নপুংসকরা রাজকীয় হারেমের তত্ত্বাবধান ও মধ্যস্থতাকারী হিসাবে কাজ করতো এবং নৈতিক শিষ্টাচারের সীমানা রক্ষা করতো"।[৭৩]

---

৭২. ইমাম বুরহানুদ্দীন আল-মারগিনানী, আল-হিদায়া ফি শারহি বিদায়াতিল মুবতাদী : ৪/৩৮০; ইমাম তাজুদ্দীন আস-সুবকী, মুঈদুন নিআম ওয়া মুবিদুন নিকাম, পৃষ্ঠা : ৩৮

৭৩. Marmon, Shaun. Eunuchs and Sacred Boundaries in Islamic Society, Oxford: Oxford University Press, 1995, p.10-11.

থেকে বের করে অন্য কাজ পেতে সাহায্য করবে। এটা কি তাদেরকে গুরুর প্রভাব থেকে মুক্ত করবে, যেখানে সে-সম্প্রদায়ে অংশ নেওয়ার একটা মৌলিক বিষয় এ গুরুর দাসত্ব? যদি হিজড়াদেরকে তৃতীয় লিঙ্গ হবে স্বীকৃতিও দেওয়া হয়, তাহলে আসল হিজড়ারা অধিকার পাবে না। তখন আরও বেশি পুরুষ লিঙ্গ কেটে হিজড়া সাজবে।

আরও বড়ো কথা হলো—এটা মুশরিকদের সংস্কৃতি। একে কেন্দ্র করে কিছু মুসলিমও জড়িয়ে আছে শির্কে।

কেইস-স্টাডি : পাকিস্তান

ইবনু আব্বাস রদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "যেসব নারী পুরুষের মতো ও যেসব পুরুষ নারীদের মতো সাজে তাদেরকে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লানত করেছেন।"[৭৬]

পাকিস্তানে অন্যান্য মুসলিম দেশের মতোই আধুনিকায়ন হচ্ছে। তা সত্ত্বেও পাকিস্তানের সাধারণ মুসলিমরা শক্তিশালী ও অর্থনৈতিকভাবে ব্যাপক ডোনেশন পাওয়া লিবারেল সংগঠনগুলোর আদর্শিক আক্রমণের বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়েছে। এতটাই দৃঢ়ভাবে যে, এই অধঃপতিত শক্তিগুলোকে আমাদের সম্প্রদায়ে অনুপ্রবেশের জন্য অত্যন্ত গোপন কৌশল অবলম্বন করতে হয়েছে।

ট্রান্সজেন্ডারদের 'অধিকার সুরক্ষা আইন'কে কেন্দ্র করে পাকিস্তানের সাম্প্রতিক যে-বিতর্ক, তা থেকে তাদের এ-ধরনের কৌশল খুব ভালোভাবে বোঝা যায়। বিষয়টি নিয়ে অনেক বিভ্রান্তি ছিল। অনেকেই বুঝতে পারেনি, কী হতে যাচ্ছে। মূলধারার মিডিয়াকে যারা নিয়ন্ত্রণ করে, সেসব সংগঠন এ-ধরনের বিভ্রান্তি তৈরি করে রেখেছিল। তারা বিভ্রান্তি তৈরি করে মানুষের মনোযোগ অন্যদিকে ব্যস্ত রেখে নিজেদের উদ্দেশ্য হাসিল করতে চেয়েছিল।

আসুন প্রথমে দেখি, বাস্তব অবস্থা কী?

৭৬. সুনানুত তিরমিযী : ২৭৮৪

পশ্চিমারা কি ট্রান্সজেন্ডার মতাদর্শের জন্য মুসলিমদেরকে হত্যা করবে?

পশ্চিমারা মুসলিমদের নানা কারণে হত্যা করে আসছে। মুসলিমরা গণতান্ত্রিক না, নারীবাদী না ইত্যাদি অনেক কারণেই। এখন দেখা যাচ্ছে, তারা এলজিবিটিকিউ ধর্মের আরেকটা অক্ষর একই 'মর্যাদা' পেতে যাচ্ছে। সেটা হলো 'টি' (T)। টি মানে টেস্টোস্টেরন না; ট্রান্সজেন্ডার।

বিবিসি রিপোর্ট করেছে আরববিশ্বে ট্রান্সজেন্ডারদের 'দুর্দশা' নিয়ে। তারা রিপোর্টের খুব নাটকীয় শিরোনাম দিয়েছে, "ট্রান্স লোকদের নিজ দেশে মৃত্যু থেকে বাঁচতে সাহায্য করা"।[৯৪] "নিপীড়ন" ও "শাহাদাতের" কিছু উদাহরণ দেওয়ার পরে রিপোর্টে তারা বলছে—

এখনও অনেক দেশ আছে, যেখানে ট্রান্সজেন্ডার হওয়া—যেখানে একজন ব্যক্তির জেন্ডার পরিচয় তাদের জন্মের সময় নিবন্ধিত লিঙ্গ থেকে আলাদা—প্রচণ্ডভাবে কলঙ্কিত। 'অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল' সতর্ক করেছে যে, মহামারির পরে এ-অবস্থা আরও খারাপ হয়েছে। অনেক ট্রান্স ব্যক্তি নাকি তাদের "শত্রুতাপরায়ণ পরিবারের সদস্যদের সাথে একা" হয়ে পড়েছে এবং স্বাস্থ্যসেবা ও সামাজিক সমর্থন পাচ্ছে না।

অবাক-করা বিষয় হলো, বিবিসি সমাজকে আক্রমণ করছে না (সমাজকে একটা সাধারণ শব্দ হিসেবে ধোঁয়াশাপূর্ণভাবে ব্যবহার করা যায়)। তারা আক্রমণ করছে পরিবারকে বা "শত্রুতাপরায়ণ পরিবারের সদস্যদের"কে। মজার বিষয় হলো, এর মাধ্যমে তারা আসলে তাদের বিরোধীদের সাথেই একমত হয়ে গেল; যারা দাবি করে—এই এলজিবিটিকিউ আন্দোলন পরিবার প্রথা ও প্রকারান্তরে পুরো সভ্যতার উপরেই আক্রমণ।

"ঈমান" নামের এক ট্রান্সজেন্ডারের ব্যাপারে খুব করুণ আলোচনার পরে তারা

---

৯৪. Lawrie, B. E. (2021, December 7). Helping trans people escape death in their home countries. BBC News. https://www.bbc.com/news/world-59454871

নিয়ন্ত্রণ করা এবং তাদের বংশধর সীমিত করা।

আমরা ফিতরাতের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ফিরে যাব, যতক্ষণ না আল্লাহ ফয়সালা করছেন। তিনিই সর্বোত্তম ফয়সালাকারী। আমরা আল্লাহর কাছে দুআ করি, তিনি যেন আমাদের সকলকে কাজে লাগান এই সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে, তাদের দমন করতে, মুখ বন্ধ করে দিতে; কেবল আমাদের শিশুদের ওপরই নয়; বরং সারা বিশ্বের শিশুদের ওপর তাদের অত্যাচার বন্ধ করতে।

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর সাহায্যকারী হও"।[২০৪]

এক অস্বস্তিকর ভবিষ্যতের অপেক্ষায়...

বেসরকারি সংস্থা ব্র্যাকের মানবসম্পদ বিভাগের অধীনে পে–রোল অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন জারা রহমান। আপাদমস্তক পুরুষ জারা রহমান নিজেকে দাবি করছেন নারী বলে। নারীদের মতোই তিনি অধিকার চান, নারীদের পোশাক পরতে চান, নারীদের সাথেই থাকতে চান। ছোটোবেলা থেকে তার বিভিন্ন বাধার করুণ গল্প লিখেছে প্রথম আলো। অনেক জায়গায় মেয়েদের সাথে থাকতে চাওয়ার পরে সাধারণ কমনসেন্সের জায়গা থেকে তাকে থাকতে দেয়নি কেউ। এমন অনেক দাবি করার পরে মিরপুরের নওয়াব ফয়জুন্নেছা কর্মজীবী মহিলা হোস্টেলে জায়গা পেয়েছে।

ট্রান্সজেন্ডার এজেন্ডা সম্পর্কে না জানলে প্রথম শোনায় আপনার সেই ছেলেটার প্রতি মনে সহানুভূতি আসতে পারে। কষ্টও লাগতে পারে। কিন্তু এ-দাবি বাস্তবায়নে আছে ভয়াবহ অন্ধকারাচ্ছন্ন গল্প। যে-গল্প প্রতিদিন লেখা হচ্ছে পশ্চিমে। যে-গল্পে প্রতিনিয়ত পিষ্ট হয় সাধারণ নারী ও বালিকারা। সে-গল্প আপনাকে জানতে দিতে চায় না প্রথম আলোরা...

অ্যাডাম গ্রাহাম স্কটল্যান্ডের একজন ধর্ষক। দুইজন নারীকে ধর্ষণের অভিযোগে তার বিচার শুরু হয়। মজার ব্যাপার হলো, বিচার চলাকালীন হঠাৎই নিজেকে নারী দাবি করতে শুরু করে এই ধর্ষক। নাম বদলে চুল বড়ো করে হয়ে যায়

---

২০৪. সূরা সফ : ১৪